দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
৩০ মে ২০১২

রাজশাহী: জরিপ ডিজিটাল যন্ত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থী মোঃ আল হেলাল -ইত্তেফাক

রুয়েট শিক্ষার্থীর ভূমি জরিপের ডিজিটাল যন্ত্র আবিষ্কার

আনিসুজ্জামান, রাজশাহী অফিস

জমি পরিমাপে সাধারণভাবে ফিতা বা স্কেল ব্যবহার করা হয়। ভূমি জরিপে ফিতা বা স্কেলের ব্যবহারের ঝামেলা থেকে বের হয়ে আসতে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) সিভিল ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ আল হেলাল আবিষ্কার করেছেন ডিজিটাল যন্ত্র। হেলাল জানান, যেসব জায়গা ফিতা বা চেইন নিয়ে মাপা সম্ভব নয়, তা উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে দূর থেকে মাত্র কয়েকটি বাটন টিপে নির্ভুলভাবে নির্ণয় সম্ভব। এজন্য নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে বস্তুর নিকট যাবারও প্রয়োজন নেই। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো দূরত্বটি প্রদর্শিত হবে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে। তাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এমনকি দশমিকের পরে প্রায় ৪-৫ ঘর পর্যন্ত মান নেয়া যাবে, যা ফিতা বা স্কেল দিয়ে মেপে বের করা প্রায় অসম্ভব। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই যন্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে 'সি প্রোগ্রামিং' এবং 'মাইক্রোপ্রসেসর চিপ'। ফলে এর উৎপাদন খরচও অনেক কম। মাত্র ২-৩ হাজার টাকা দিয়েই এই যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব বলে জানান তিনি।

সিভিল বিভাগের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্পের জন্য হেলালকে কম্পিউটার ও ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের উপর দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এজন্য তার সময় লাগে কয়েক বছর। তারপরও তিনি হাল ছাড়েননি। শিক্ষক ও বন্ধুদের উৎসাহে শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেন। প্রকল্পটি তৈরি করতে তার সময় লাগে প্রায় ৩ বছর। এ প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনে তাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেন তার বিভাগীয় শিক্ষক ড. মোঃ কামরুজ্জামান (নয়ন)। শিক্ষকদের উদ্যোগে তার এই প্রকল্প নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার রুয়েট ক্যাম্পাসে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ইকবাল মতিন বলেন, সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই যন্ত্র দেশের বাইরেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এটি বাংলাদেশে জরিপের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা কামনা করেন।

সেশনজট কমানোর দাবিতে মানববন্ধন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কমানোর দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাজশাহী কলেজের শত শত শিক্ষার্থী নগরীতে মৌন মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। সকাল ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা রাজশাহী কলেজের প্রশাসন ভবনের সামনে জমায়েত হয়। এরপর তারা নগরীতে মৌন মিছিল বের করে। মিছিলটি কলেজ চত্বর ও বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহেব বাজার এলাকায় মানববন্ধনে মিলিত হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে ফল প্রকাশসহ বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন প্রদর্শন করে। মানববন্ধনের শিক্ষার্থীদের ভিড়ের কারণে সাহেব বাজার এলাকায় সড়কের এক পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা জানান, ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের যেসব শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন তাদের পরীক্ষা হয়েছে ২০ মাস বিলম্বে। অথচ তাদের কোর্স ছিল এক বছরের। তারা বলেন, একদিকে পরীক্ষা বিলম্বে নেয়া হচ্ছে, তারপর আবার ৫ মাসের আগে কোন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় না। এ পর্যন্ত ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের কোন বিভাগেরই ফল প্রকাশ করা হয়নি বলে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দাবি করেন।